রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয়

সমস্যা

উন্নত খামার ব্যবস্থপনায় প্রতি বছর প্রতি গাভী থেকে একটি করে বাছুর প্রাপ্তি খামারের সফলতার চাবিকাঠি। এজন্য প্রজননের তিন মাসের মধ্যে গাভীর গর্ভপরীক্ষা করে গর্ভাবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে বিষয়টি খামারীর জন্য বেশ কষ্টকর। প্রচলিত রেক্টাল পালপেশান পদ্ধতিতে গর্ভপরীক্ষার জন্য একজন দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। সেটা সবসময় সহজলভ্য নয়। পাওয়া গেলেও তা ব্যয় সাপেক্ষ। যদি খামারী সরকারীভাবে এটি করাতে চান তবে তাকে তার গাভীটি নিয়ে নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যেতে হয় যা কষ্টকর, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। জনবল সংকটের কারণে সঠিক সময়ে কৃষকের দোরগোড়ায় কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা যায় না। তাছাড়া সব জায়গায় ও পরিবেশে এটি করা যায় না, গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস এই পদ্ধতি ফলপ্রসু নয়। অনেক ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে সুতরাং প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োজন যেটি খামারীর এই দুর্ভোগ কমাতে পারবে।

প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

- সরকারি কৃত্রিম প্রজনন কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবীগণ দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রজননকৃত গাভীর প্রায় ১০ শতাংশের গর্ভপরীক্ষা করে থাকেন বাকী ৯০ শতাংশের বেশি গাভী গর্ভপরীক্ষার বাইরে থেকে যায়
- কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র সমূহে গর্ভপরীক্ষা করানোর জন্য গাভী নিয়ে যেতে হয় বিধায় এটি বেশ শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়বহুল
- প্রজনন কর্মীকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গর্ভপরীক্ষা করানোও খামারীর জন্য ব্যয় বহুল এবং সবসময় অভিজ্ঞ কর্মী পাওয়া যায় না।

এসব কারনে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক খামারী তাদের গাভীর গর্ভপরীক্ষা করাতে ব্যর্থ হয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন এতে দুধ ও মাংসের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

সমাধানের বিবরণ

গর্ভবস্থা নির্ণয়ের জন্য অন্য স্বীকৃত পদ্ধতির প্রচলন যেমন রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোতে বেরিয়াম ক্লোরাইড এর মাধ্যমে যদি গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা যায় তবে খামারী শুধুমাত্র তার গাভীর প্রস্রাব নিয়ে এসে তার গাভীর গর্ভাবস্থা সম্বন্ধে জেনে নিতে পারেন। এতে করে তার সময় অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে এবং পরিশ্রমও কমে যাবে। এই পদ্ধতিটি ল্যাবরেটরী পর্যায়ে একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হলেও মাঠ পর্যায়ে এখনো ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সুতরাং যত দ্রুত এটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যাবে তত লাভজনক হবে।

নতুন পদ্ধতির সুবিধা

- ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী এবং হয়রানি কমায়
- কার্যকারীতা ৯০% এর বেশি
- প্রজননের ৩১ থেকে ২১০ দিন পর্যন্ত সময়ে সঠিক ফলাফল দিতে সক্ষম
- গাভী ও গর্ভস্থ বাছুরের কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই
- খামারী নিজেই পরীক্ষা করতে পারে
- কম সময়ে অধিক সংখ্যক গাভীর গর্ভপরীক্ষা করা যায়
- ড্রপার বোতলে ৫ মিলি $BaCl_2$, একটি টেস্টটিউব এবং একটি নির্দেশিকার সমন্বয়ে খামার পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী কিট তৈরি করা সম্ভব

সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবসমূহ

- প্রতি বছর কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে সারাদেশে যেসমস্ত রাসায়নিক ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয় তার সাথে বিনামূল্যে গর্ভপরীক্ষার জন্য $BaCl_2$ এবং টেস্ট টিউব সরবরাহ করা।
- খামার পর্যায়ে বিতরনের জন্য কিট আকারে সরবরাহ করা।

- খামারী ও মাঠ পর্যায়ের সেচ্ছাসেবীদের (CEAL, LSP, AIT প্রভৃতি) কিট ব্যাবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- গর্ভপরীক্ষায় রেক্টাল পালপেশন এর পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহে রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের ব্যবস্থা থাকাকে নিশ্চিত করা।

বর্তমানে গাভীর গর্ভপরীক্ষার সেবাটি যেভাবে দেওয়া হয়

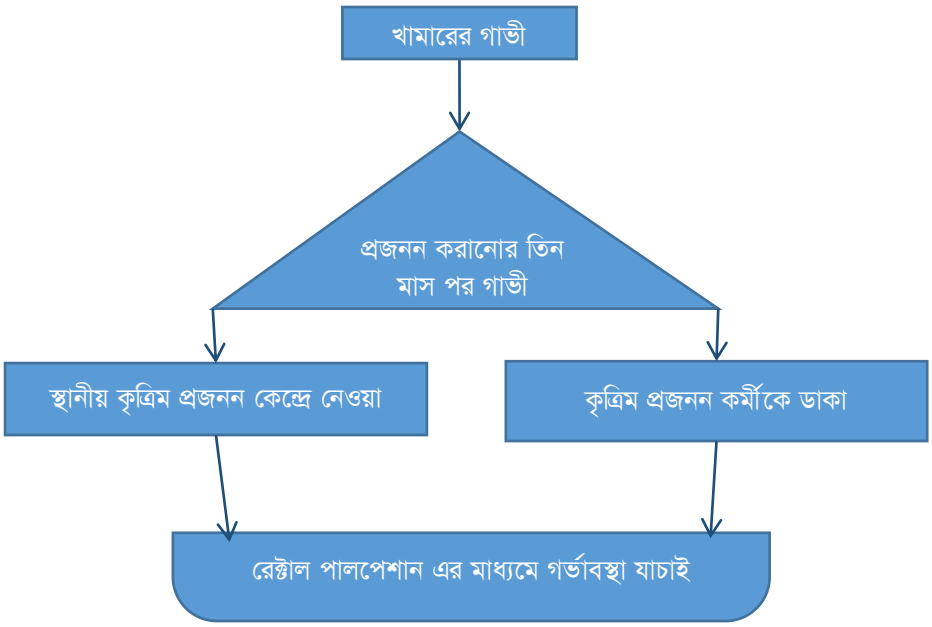

সেবা প্রদানের প্রস্তাবিত পদ্ধতি

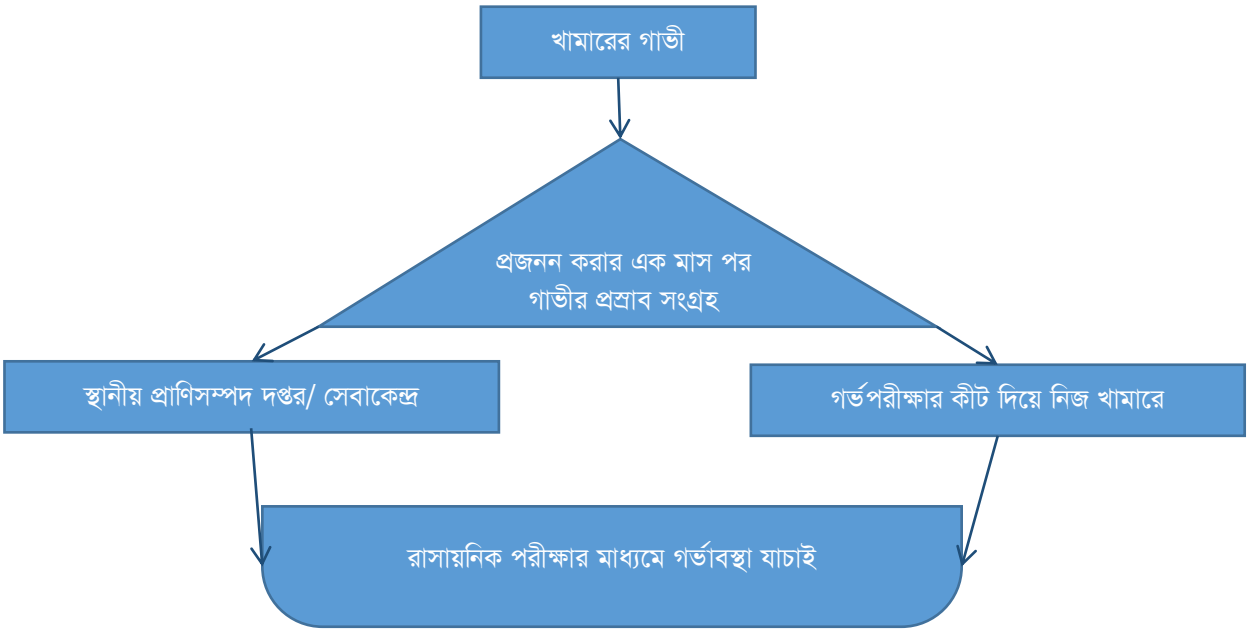

আইডিয়া বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

	সময়	**খরচ**	**যাতায়াত**
পূর্বে	৩ মাস	৫০০-১০০০ টাকা	১ বার (গাভী সহ)
পরে	১ মাস	০-৫০ টাকা	১ বার (গাভী ছাড়া)
মোট পার্থক্য	২ মাস	৫০০-১০০০ টাকা	০ (গাভী নিয়ে যেতে হয় না)
অন্যান্য	বিপুল সংখ্যক গাভীকে পরীক্ষার আওতায় আনা যাবে		